দৈনিক খবর
তারিখ 20 MAR 1992
পৃষ্ঠা... কলাম...

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা

○ কে এম সোবহান ○

সহসা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই একটি দলকে সহায়তা করছে ছাত্রদল। একদিকে সন্ত্রাস বৃদ্ধি, অপরদিকে সময় বুঝে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি। এই দু'য়ের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার আশংকাজনকভাবে অবনতি হয়েছে। সন্ত্রাস-বিরোধী মিছিল করতে যেয়ে নাঈম হোসেন রাজু নামে ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ন'মাসের মধ্যে এটাই সপ্তম মৃত্যু। প্রশাসন সন্ত্রাস বন্ধ করতে অপারগ বা সন্ত্রাস বন্ধ করার সদিচ্ছা নেই। ১৩ তারিখে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'দল সন্ত্রাসীর মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ চলছিলো, তখন পুলিশের সামনে এটা হলেও তারা থামাবার কোন উদ্যোগই নেয়নি। অথচ পরদিন শনিবার সন্ত্রাস বিরোধী ছাত্র মিছিলে স্বৈরাচারী আমলের কায়দায় ছাত্রদের উপর নির্যাতন করেছে, রাজুর হত্যাকারীদের গ্রেফতার করেনি। ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা ছাত্রদলকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেছে বলে প্রকাশ। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের সাহায্য করেছে, কাজেই এই মামলায় পুলিশের ভূমিকাও সামনে আনা প্রয়োজন। পুলিশকে সক্রিয় দেখা যায় যখন ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য তাদের ডাকা হয়। তখন পুলিশ মাস্তানদের সাহায্য করে ধর্মঘটীদের নির্যাতন করতে। এর উদাহরণ দেখা গেছে সায়েদাবাদের সুইপার কলোনিতে। দেখা গিয়েছিলো সায়েদাবাদে জাতীয় পার্টির সমাবেশ পন্ড করতে। নির্বাচিত সরকারের এই ধরনের স্বৈরাচারী ব্যবহার দেশের গণতন্ত্রকে ব্যাহত করছে। শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের হামলা, নিরস্ত্র পথে পড়ে যাওয়া ছাত্রকে লাঠি দিয়ে পেটান, যার ছবি দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকার লংঘনকারী কাজ এবং এই উপর লাঠিচার্জ করেনি। রাজশাহীতে জামায়াত দৈনিক সংগ্রামের মতে, পুলিশের গুলীতে ইয়াসির আরাফাত পিটু মারা গেছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে শিবির চক্র এক তান্ডবলীলা চালিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। চারটি হল তারা দখল করেছে এবং সেখান থেকে প্রগতিশীল ছাত্রদের বের করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের জিনিসপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির দুই কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করেছে পুলিশের চোখের সামনে। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলো। এরও জবাবদিহি করতে হবে পুলিশকে। সরকারী নীতি যদি শিবির চক্র ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সাহায্য করা হয় তাহলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা উচিত। ঐ সাক্ষাৎকারে সরকার প্রধান সকলের সাহায্য চেয়ে বলেছেন যে, সরকারের একার পক্ষে এই সন্ত্রাস থামানো সম্ভব নয়। তিনি মুখে এ কথা বললেও অন্য দলের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, জনগণের ভোটে তাঁর দল ক্ষমতায় গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে তখনই যখন দেশের গণমানুষ গোলাম আযমের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের ভূমিকার জন্য বিচার চাচ্ছে। বিচারের দাবী যতই শক্তিশালী হচ্ছে, জামায়াত-শিবির চক্র পুলিশের সহায়তায় ততই সন্ত্রাস বৃদ্ধি করছে। জামায়াত-শিবির চক্র গোলাম আযমের বিচার দাবী থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য এখন পর্যন্ত তিনটি কাগুজে প্রতিষ্ঠান করেছে। এর স্বৈরাচারীর আমলেও পুলিশ ছাত্রীদের অবৈধ কাজের জন্য পুলিশকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার দায়িত্ব সংসদের বিরোধীদলগুলোর।

গত ১৭ই মার্চ রাতে বিবিসি কর্তৃক প্রচারিত বাংলা বিভাগের সাক্ষাৎকারে সরকার প্রধানকে বলতে শোনা গেল যে, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আয়ত্তে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা গন্ডগোল আছে। তিনি বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখেই বুঝা গেলো সরকার প্রধানের কাছ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা গোপন রাখা হয়েছে। তিনি যদি জানতেন যে, সেখানে তাঁর ছাত্রদলের নেতা প্রহৃত হয়েছেন একুশে পালন করতে যেয়ে শিবির চক্রের হাতে এবং একুশে পালন করেছে শিবির চক্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি যদি জানতেন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরেরও অধিককাল কোন ক্লাস হচ্ছে না। শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন করেছে শিবির চক্র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেনি তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বিবিসিকে ঐ ভিন্ন চিত্র দিতেন না। তাঁর সাক্ষাৎকার কখন ধারণ করা হয়েছিলো তা বলা হয়নি। তবে ঐ ১৭ই মার্চ তারিখেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। বামপন্থী ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে এবং তাতে প্রায় আঠারোজন ছাত্রী আহত হয়েছে। প্রথমটি হলো ভারতের দালাল প্রতিরোধ কমিটি, দ্বিতীয়টির নাম গণদুশমন কমিটি এবং তৃতীয়টি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী পরিষদ। তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য এক এবং তাহলো স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যারা উদ্বুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে জামায়াতী কায়দায় হামলা চালান। এরা বলছে যে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তারা তা ভারতের কাছে বিক্রি যারা করছে তাদের 'খতম' করতে হবে। একাত্তরে এদের ভূমিকা কি ছিলো? গোলাম আযম-নিজামী চক্র শান্তি কমিটি, আলবদর, আল-শামস, রাজাকার বাহিনী গঠন করে প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগে সাহায্য করেছে। ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা, আড়াই লাখ নারীকে লাঞ্ছিত করা এবং বুদ্ধিজীবী হত্যা ইত্যাদিতে এই চক্রের ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো তাদের তখনকার কর্মকান্ডে। এখন এরাই এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলছে। এই চক্রের আর একটি শাখা বলছে গণআদালত অসাংবিধানিক ও অবৈধ। গোলাম আযমের বিচার যদি করতে হয় তাহলে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী সাধারণ আদালতে তা করা যায়। এরা একজন বিদেশী নাগরিকের বিনা ভিসায় থাকা যে অবৈধ সে কথা বলেন না। সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদেশী নাগরিকের রাজনীতি করা অসাংবিধানিক এবং অবৈধ সেকথা বলেন না। বলেন না যে, 'পলিটিক্যাল পার্টিজ অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮' অনুযায়ী বিদেশী নাগরিক দেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হওয়াটা অবৈধ। এঁরা এও বলেন না বা বলতে সাহস পান না যে, গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা সত্য নয়। অভিযোগগুলো যে ধরনের তার জন্য তার বিচারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের। একজন মানুষ যদি খুন হয় বা একজন নারী যদি লাঞ্ছিত হয় বা কারও বাসস্থান বা হাট-বাজারে কেউ অগ্নিসংযোগ করে বা লুটতরাজ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি অনুযায়ী এবং অন্যান্য আইনানুযায়ী তাকে আদালতের সামনে উপস্থিত করা সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার যখন তা করতে শুধু ব্যর্থই হয়নি এই অবৈধতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তখন গণমানুষের দাবীকে অবৈধ বলে চেপে রাখা সম্ভব নয়। আইনের স্বাভাবিক গতি যেখানে ব্যাহত, সেখানে অসাংবিধানিকতা বা অবৈধতার প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গোলাম আযম চক্র মানবতার বিরুদ্ধে যে জঘন্য অপরাধ করেছে তার বিচার করার দায়িত্ব সরকারের। গোলাম আযম-নিজামী চক্র তথা জামায়াত-শিবির চক্র আজ সমগ্র জাতির কাছে অভিযুক্ত। সরকার আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচার করার দাবীকে দূরে রেখে সংবিধানকে কলুষিত করে রেখেছে, চার জাতীয় নেতার হত্যার বিচারের ব্যবস্থা না করে সরকার অবৈধ কাজ করছে।

সরকার আইন-শৃংখলা রক্ষা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিয়ে সরকার যেভাবে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাচ্ছে তাতে জনগণের কাছে সরকার ব্যর্থ সরকার বলেই পরিচিত হচ্ছে। সরকার গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের মধ্যে অবৈধতার কথা বলছে; কিন্তু জামায়াত-শিবির চক্র বেনামীতে যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে, যাদের ভাষা সেই একাত্তরের ঘাতক দালালদের ভাষা, তাকে উপেক্ষা করে সরকার সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে যদি দেশে কোন ব্যাপক বিশৃংখলতা দেখা দেয় তাহলে সরকারকেই সেই বিশৃংখলতার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। গণমানুষের প্রতিরোধের সামনে ঘাতক দালাল, তা সে যত শক্তিশালীই হোক, তা সে বিদেশী যত অর্থপুষ্টই হোক বা সরকারের নিষ্ক্রিয়তার আবরণে কাজ করুক না কেন, পরাজিত হতে বাধ্য। যেমন 'পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনী'কে সাহায্য করেও বাঙ্গালীর বাঁশের লাঠির কাছে মাথানত করে ঘাতক দালালের মদদপুষ্টরা আত্মসমর্পণ করেছিলো।

রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী প্রমাণ করে জামায়াত-শিবির চক্রের প্রতি প্রশাসনের দুর্বলতা। ওয়াজ মাহফিলের আবরণে জামায়াত-শিবির চক্র ধর্মের নামে রাজনীতির ব্যবসা করছে। গোলাম আযম-নিজামী চক্র কেবল মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ দায়েই অভিযুক্ত নয়, জামায়াত-শিবির চক্র ধর্মের নামে দেশে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, যার ফলে দেশের নাগরিকরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রশাসনকে অবিলম্বে তৎপর হতে হবে এবং অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। গোলাম আযম-নিজামী চক্রের অপরাধীদের গ্রেফতার করে আদালতে নিতে হবে।